নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার

পর্যবেক্ষণ

সংখ্যা ৫ । ডিসেম্বর ২০২০

ইউরোপীয় ইউনিয়নের EIDHR কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান’ প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত একটি নিউজলেটার

পারিবারিক সহিংসতা

সুরক্ষা সম্পর্কে জানেন না ভুক্তভোগী নারীরা

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন প্রণীত হয় ২০১০ সালে। কিন্তু দেশের অনেক জেলায় গত ১০ বছরে এই আইনে একটি মামলাও হয়নি। তাছাড়া, আইনটি সম্পর্কে ভুক্তভোগী নারীদের জানাশোনা কম। আর আইন প্রয়োগে দুর্বলতা থাকায় প্রতিকার পাচ্ছেন না নির্যাতনের শিকার নারীরা।

এই তথ্য উঠে এসেছে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর এক ভার্চুয়াল সেমিনারে। ‘পারিবারিক সহিংসতা : ন্যায়বিচার ও আইনি প্রতিকারের প্রেক্ষাপট’ শীর্ষক ওই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ২ ডিসেম্বর ২০২০। সেমিনারে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ পরিচালিত একটি সমীক্ষার ফল তুলে ধরা হয়।

‘নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২০’ উপলক্ষে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয় অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন আইনটির ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। ওই গবেষণার তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, আইনটির প্রয়োগ দেশের বেশির ভাগ জেলাতেই দুর্বল। কয়েকটি জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত গবেষণা দলকে জানিয়েছেন, গত ১০ বছরে ওই আইনে একটিও মামলা হয়নি, যেমন ভোলা ও শেরপুর। বরিশালে ১০ বছরে মামলা হয়েছে মাত্র একটি। গবেষণায় দেখা গেছে, ভুক্তভোগীদের মধ্যেও আইনটি সম্পর্কে জানার ঘাটতি রয়েছে। সাক্ষাৎকার নেওয়া ২০ ভুক্তভোগীর মধ্যে ১৯ জনই জানান, তারা এই আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার বিষয়ে জানেন না। ভার্চুয়াল ওই সেমিনারে যুক্ত ছিলেন সংসদ

এরপর পৃষ্ঠা ◆ ৪

৩ অনলাইনে হেনস্তার শিকারদের ৮০ শতাংশই নারী

বছরকয়েক আগেও দেশে অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ছিল হাতে গোনা। ধীরে ধীরে এই সমস্যা প্রকট হয়েছে। এখন রীতিমতো উদ্বেগের পর্যায়ে

৬ গর্ভবতীর মানসিক স্বাস্থ্যও সুনিশ্চিত করা জরুরি

গর্ভকালে কঠিন পরিস্থিতি ৯০ শতাংশ নারীকে মোকাবিলা করতে হয়। কারণ এখনো সামাজিক প্রেক্ষাপটে গর্ভবতী মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি অবহেলিত

৭ ঢাকার বাইরে সাংবাদিকতায় বিমুখ নারীরা

রাজধানীর বাইরে সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে না। স্বল্প বেতন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রের অভাব ও পরিবারের চাপসহ নানা কারণে সাংবাদিকতা বিমুখ নারীরা

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ দায় নিউজ নেটওয়ার্কের এবং তা কোনোভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা

NEWS NETWORK working for social change and empowering people

সাতক্ষীরায় নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার রক্ষাকারীদের জন্য অ্যাডভোকেসি, লবিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন বিষয়ে চারটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৭-১৫ ও ১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশ নেন ১১৬ জন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে নিউজ নেটওয়ার্ক –নিউজ নেটওয়ার্ক

সম্পাদকীয়

নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষায় ২০১০ সালে প্রণীত হয় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন। কিন্তু দেশের অনেক এলাকায় গত ১০ বছরে এই আইনে একটি মামলাও হয়নি। আইনটি সম্পর্কে ভুক্তভোগী নারীদের জানাশোনাও কম। ফলে তারা এই আইনের আওতায় কোনো প্রতিকার পাচ্ছেন না।

এই তথ্য উঠে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীনের এক গবেষণায়।

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ওই গবেষণা প্রতিবেদনে তাসলিমা ইয়াসমীন বলেন, আইনটির প্রয়োগ দেশের বেশির ভাগ জেলাতেই দুর্বল। কয়েকটি জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত গবেষণা দলকে জানিয়েছেন, গত ১০ বছরে ওই আইনে একটিও মামলা হয়নি, যেমন ভোলা ও শেরপুর। বরিশালে ১০ বছরে মামলা হয়েছে মাত্র একটি। আইনটি সম্পর্কে ভুক্তভোগীদের জানাশোনায় বেশ ঘাটতি রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অথচ পরিবারে নারী ও মেয়ে শিশুদের মানবাধিকার রক্ষায় এই আইন হতে পারে অন্যতম রক্ষাকবচ। কেননা, পথ-ঘাটের পাশাপাশি পরিবারেও নারীর মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়। তাই নারীর অধিকার রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন পড়ছে।

এই বাস্তবতার মধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' নামে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক (সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও প্রতিবেদক); সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহী নারী; সুশীল ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার মানবাধিকার কর্মীরা প্রকল্পের উপকারভোগী। নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষায় তাদের আরও সক্ষম করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকল্পটি রংপুর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহী, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

শহীদুজ্জামান
সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নিউজ নেটওয়ার্ক

৬ মাসে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ৩৭ হাজার ৯১২ নারী

পরিবারের মধ্যে নারীর ওপর সহিংসতা নতুন নয়। করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে গোটা বিশ্বে যখন লকডাউন, তখনও নারীর ওপর পারিবারিক সহিংসতা থেমে থাকেনি। বাংলাদেশ এই অবস্থার বাইরে নয়। বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) বলছে, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর (৬ মাস) সময়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৭ হাজার ৯১২ জন নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬ হাজার ৪৮৫ জন প্রথমবারের মতো এই সহিংসতার শিকার হন। অর্থাৎ এর আগে তারা কখনোই পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হননি। টেলিফোনে জরিপ চালিয়ে এই তথ্য তুলে ধরে সংস্থাটি।

২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় তৃণমূল সংগঠনের সাড়া ও উদ্যোগ' শীর্ষক ওয়েবিনারে এ তথ্য তুলে ধরে এমজেএফ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন নাছিমা বেগম এনডিসি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর, ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) বাংলাদেশ-এর জুডিথ হারবার্টসন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক প্রকল্পের পরিচালক ড. আবুল হোসেন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ সাহেলি ফেরদৌস, পিপিএম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। এমজেএফের জরিপ তথ্য অনুযায়ী, উল্লিখিত সময়ে পরিবারের মধ্যে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে ১৭ হাজার ৫৫৭ জনকে, অর্থনৈতিক নির্যাতন চলে ১১ হাজার ৮৪১ জনের উপর, শারীরিক নিপীড়নের শিকার ৭ হাজার ৫৬২ জন এবং যৌন হয়রানির শিকার হন ৯৫২ জন নারী। একই সময়ে বাল্যবিয়ের শিকার হয় ৯৩৫ শিশু। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন নাছিমা বেগম নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বলেন, সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থাকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি তিনি নারীদের শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ রাজধানীর শাহবাগে মানববন্ধন করে বিভিন্ন সংগঠন –নিউজ নেটওয়ার্ক

সাইবার বুলিং

অনলাইনে হেনস্তার শিকারদের ৮০ শতাংশই নারী

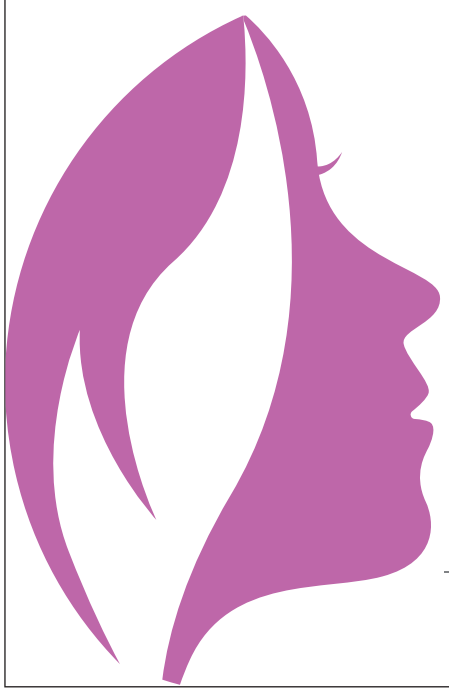

বছরকয়েক আগেও দেশে অনলাইনে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ছিল হাতে গোনা। ধীরে ধীরে এই সমস্যা প্রকট হয়েছে। এখন রীতিমতো উদ্বেগের পর্যায়ে। অনলাইনে হেনস্তার শিকার হাজার হাজার নারীর কেউ কেউ ঘটনা প্রকাশ করছেন, আর কেউ কেউ নিজের সম্মান রক্ষায় চুপচাপ থাকছেন।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে সাইবার পুলিশ সেন্টারের ফেসবুক পেজে অনলাইনে সহিংসতার বিষয়ে ১৭ হাজার ৭০৩টি অভিযোগ জমা পড়ে। এছাড়া ওই সময়ে ফোনে অভিযোগ করেন ৩৮ হাজার ৬১০ জন ভুক্তভোগী। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, হত্যার হুমকি, পর্নোগ্রাফি, ব্ল্যাকমেইল, ফেসবুক আইডি হ্যাক ও ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়।

সাইবার অপরাধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আনুপাতের দিক থেকে বাংলাদেশে অনলাইনে হেনস্তা বা সাইবার বুলিং ঘটনার হার অনেক বেশি। ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে 'আর্টিকেল-১৯ বাংলাদেশ' আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সেমিনারে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের এডিশনাল ডেপুটি পুলিশ কমিশনার নাজমুল আলম বলেন, দেশে অনলাইনে হেনস্তার শিকারদের ৮০ শতাংশই নারী, যাদের বয়স ১৪ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। আর হেনস্তাকারী বা হ্যাকারদের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে বলে জানান তিনি।

সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল বলেন, 'ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যদি সচেতন করা যায়, তবে অনলাইনে হেনস্তার ঝুঁকি ৮০ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সম্ভব।' তিনি বলেন, 'অনলাইনে কী করা যাবে এবং কী করা যাবে না— সে বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করা প্রয়োজন। নারীকে বুঝতে হবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড তার ব্যক্তিগত। স্বামী বা প্রেমিককেও সেটি জানতে দেওয়া ঠিক নয়।'

সেমিনারে অংশ নেন টেক সল্যুশন্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন নাহার। তিনি বলেন, 'অনলাইনে যেসব নারী হেনস্তার শিকার হন, তাদের জন্য থানা বা অভিযোগ কেন্দ্রগুলোয় নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সাদাত রহমানও এই সেমিনারে অংশ নেন। তিনি জানান, অনলাইনে হেনস্তার শিকার এক কিশোরীর আত্মহত্যার ঘটনা জানার পর তিনি সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন।

সাইবার অপরাধের অভিযোগে ২৩ নভেম্বর ২০২০ রাজধানীর বাংলামোটর থেকে মোহাম্মদ ইয়াসিন রাতুল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে সিআইডি। পুলিশ বলেছে, রাতুল অন্তত ২০ তরুণীর সঙ্গে প্রেমের নামে শারীরিক সম্পর্ক এবং তা ভিডিওতে ধারণ করে। পরে সেই ভিডিও দেখিয়ে ওই তরুণীদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে রাতুল।

সাইবার অপরাধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য অনলাইন নিরাপদ করার বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সাইবার বুলিং বিষয়ে সচেতন হতে হবে সবাইকে, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের।

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক আইন

এই আইনে পারিবারিক সহিংসতা এবং এ-সংক্রান্ত অপরাধের সাজা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পারিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোনো নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতিকে বুঝায়।

(ক) শারীরিক নির্যাতন বলতে এখানে এমন কোনো কাজ বা আচরণ করা, যা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান বা বলপ্রয়োগ করা বুঝায়।

(খ) মানসিক নির্যাতন বলতে মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোনো উক্তি করা, যা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হয়রানির শিকার হয় অথবা তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশে হস্তক্ষেপ বুঝায়।

(গ) যৌন নির্যাতন বলতে যৌন প্রকৃতির এমন আচরণ, যা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান বা সুনামের ক্ষতি বুঝায়।

(ঘ) আর্থিক ক্ষতি হলো, কাউকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অথবা বৈধ অধিকার প্রয়োগে তাকে বাধা প্রদান করা।

পরিবারে শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুরা এই আইনে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচার চেয়ে আবেদন করতে পারেন।

বিচার প্রক্রিয়া

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এ বলা হয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দাখিলকৃত আবেদন বা অপরাধের বিচার বা কার্যধারার নিষ্পত্তি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হবে।

তাছাড়া, ক্ষতিপূরণ আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো নির্দিষ্ট সীমা থাকবে না।

অপরাধ ও শাস্তি

প্রতিপক্ষ সুরক্ষা আদেশ বা তার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এজন্য তিনি অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অপরাধ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনি অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আবার আদালতের কাছে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদান না করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজে সেবা প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারেন। (সংক্ষেপিত)

সূত্র: http://bdlaws.minlaw.gov.bd

সুরক্ষা সম্পর্কে জানেন না

> ভুক্তভোগীদের মধ্যেও আইনটি সম্পর্কে জানার ঘাটতি রয়েছে। সাক্ষাৎকার নেওয়া ২০ ভুক্তভোগীর মধ্যে ১৯ জনই জানান, তারা এই আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার বিষয়ে জানেন না

প্রথম পৃষ্ঠার পর ◆

সদস্য আরমা দত্ত। তিনি বলেন, পারিবারিক নির্যাতন এমন এক নির্যাতন, এর ফলে বহু নারী গুমরে গুমরে কাঁদে, কিন্তু তা চার দেয়ালের ভেতরই থেকে যায়। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন সম্পর্কে কমিউনিটি রেডিওতে প্রচার চালানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম বলেন, পারিবারিক সম্মানের কথা চিন্তা করে অনেক নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু অবশ্যই নারীকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সারা হোসেন জানান, আইনটির খসড়া তৈরির সময় বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া নারীদেরও প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত আইন থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার বলে উল্লেখ করেন তিনি। সারা হোসেন বলেন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনে উচ্চ আদালতে প্রতিকার চাওয়ার ঘটনা নেই বললেই চলে। এতেই বোঝা যায়, ভুক্তভোগী নারীরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন না।

তবে পরিস্থিতি বদল হচ্ছে এবং পুলিশ নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তায় এগিয়ে আসছে বলে মন্তব্য করেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক) রুমানা আক্তার। তিনি বলেন, প্রতিটি থানায় নারী হেল্প ডেস্ক চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনেক থানায় এরই মধ্যে সেগুলো চালু হয়েছে। তবে থানায় অভিযোগ না দিলে পুলিশ কিছু করতে পারে না। তাই আইনি সহায়তা নিতে পুলিশের কাছে যাওয়ার, অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানান তিনি।

সেমিনারের সঞ্চালক ও অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির বলেন, আইনটিতে যেসব দুর্বলতা আছে, সেগুলো দূর করতে সংসদ সদস্যরা এগিয়ে আসতে পারেন। যেকোনো আইন তৈরির উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে কিনা, সেদিকে নজর রাখা দরকার বলে উল্লেখ করেন তিনি। ফারাহ কবির মনে করেন, নারীকে পিছিয়ে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মেঘনা গুহঠাকুরতা, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার কোহিনূর বেগম, গণমাধ্যমকর্মী শাহনাজ মুন্নী প্রমুখ।

রাজশাহীতে নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার রক্ষাকারীদের জন্য আয়োজিত অ্যাডভোকেসি, লবিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ। ২০২০ সালের ৭-১৫ ও ১৭-১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত চারটি কর্মশালায় মোট ১১৬ জন অংশ নেন –নিউজ নেটওয়ার্ক

মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে নিউজ নেটওয়ার্ক

রিমন রহমান ◆ সংবাদকর্মী, রাজশাহী

সংবাদ প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিকরা প্রায়ই নানা হয়রানি-নির্যাতনের শিকার হন। অনেক সময় কাউকে পাশে পান না। যেসব মানুষের পাশে থাকার কথা, তাদেরও খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক সময়। কিন্তু একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি অনুভব করি—আমার পাশে কেউ আছে। আর সেটি হচ্ছে নিউজ নেটওয়ার্ক। বেসরকারি এই সংস্থাটি অভিভাবকের মতো আমার পাশে আছে, শিক্ষকের মতো শেখাচ্ছে। একজন সাংবাদিকের জন্য এটি বিরাট এক পাওয়া।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখন সাংবাদিকতায় আমি একজন উপজেলা প্রতিনিধি। রাজশাহীতে নিউজ নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। কর্মশালা থেকে সংবাদ সংগ্রহে বের হতাম। পরের দিন রিপোর্ট লিখে জমা দিতাম। ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। আমি শিখতাম। সাংবাদিকতা শেখার সেটি ছিল দারুণ এক সুযোগ।

তারপর শহরে এলাম। জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করলাম। পরে নিউজ নেটওয়ার্কের আরও বেশকিছু কর্মশালায় অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়। সাংবাদিকতার নীতিমালা আর মানবাধিকার নিয়ে যা কিছু ভাসা ভাসা জানতাম, নিউজ নেটওয়ার্ক তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে নিউজ নেটওয়ার্ক শুধু সংবাদ সংগ্রহ, লেখা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে শেখায়নি; একজন সংগঠক হিসেবেও তৈরি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার ফোরাম, রাজশাহী। দায়িত্ব পেয়েছি এর সাধারণ সম্পাদকের। শুরুতেই ১০০ তরুণ-তরুণী, ধর্মীয় নেতা ও সমাজকর্মীকে সম্পৃক্ত করেছি। নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছি একটি নেটওয়ার্ক। আমরা প্রত্যেকে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজটি করতে গিয়ে যদি কখনও আক্রান্ত হই, তখন পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার ফোরাম। তাই আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সাহস নিয়ে কাজ করতে পারি। মনে হয়, মানবাধিকার রক্ষা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আমার পাশে কাউকে পাব।

ছোট্ট একটি উদাহরণ দিতে চাই। কিছুদিন আগে রাজশাহী শহরের এক রাস্তার পাশে বসে প্রকাশ্যে ধূমপান করছিলেন এক তরুণী। স্থানীয় কয়েকজন তাকে হেনস্তা করেন। তরুণীকে ওই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয় ফেসবুকে। এ ঘটনার জোরালো কোনো প্রতিবাদ হয়নি। কিন্তু যে জায়গাটিতে বসে তরুণী ধূমপান করছিলেন সেটি আসলে 'পাবলিক প্লেস' ছিল না। তাই তরুণীকে হেনস্তা করায় তার মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। অনুমতি ছাড়া ছবি ইন্টারনেটে প্রকাশ করে মানহানিও করা হয়েছে। আমি এসব নিয়ে একটি প্রতিবেদন করার পর একদল তরুণ-তরুণী সেই স্থানে গিয়ে ঘটনার জোর প্রতিবাদ জানান। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিবেদন করার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাটির প্রতিবাদ হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে নিউজ নেটওয়ার্ক।

সংবাদ প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিকরা প্রায়ই নানা হয়রানি-নির্যাতনের শিকার হন। অনেক সময় কাউকে পাশে পান না। কিন্তু একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি অনুভব করি—আমার পাশে কেউ আছে

গর্ভবতীর মানসিক স্বাস্থ্যও সুনিশ্চিত করা জরুরি

সরকারি-বেসরকারি প্রচারণার ফলে সন্তানের অবস্থার নিয়মিত ফলোআপ হলেও মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের খবর কেউ রাখে না। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা মায়ের শুধু শারীরিক যত্ন নয়, মানসিক সুস্থতাও জরুরি

সালমা খাতুন ◆ ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

পাঁচ মাসের গর্ভবতী যশোর বেজপাড়া নলডাঙ্গা এলাকার গৃহবধূ প্রিয়াংকা দাস রীতা। শ্বশুর-শাশুড়ি থাকেন ঝিনাইদহে। স্বামী চাকরিজীবী। তাই তার দিন কাটে গৃহকর্মীর সঙ্গে। ডাক্তার নিষেধ করায় নাটোরে বাবার বাড়ি যেতে পারছেন না। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি আপনজনদের সাহচর্য চাইলেও তা থেকে দূরে। এ পরিস্থিতিতে মাঝে মধ্যেই মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

শুধু রীতা নন, গর্ভকালে এমন পরিস্থিতি হয় ৯০ শতাংশ নারীর। কারণ গর্ভবতী মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি সমাজে অবহেলিত। সরকারি-বেসরকারি প্রচারণার ফলে সন্তানের অবস্থার নিয়মিত ফলোআপ হলেও মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের খবর কেউ রাখে না। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা মায়ের শুধু শারীরিক যত্ন নয়, মানসিক সুস্থতাও জরুরি।

শামিমা নাসরিন তিন মাসের শিশুর মা। গর্ভবতী অবস্থায় তিনি যশোরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সন্তান জন্মদানের আগের নয় মাসে ২২ বার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছেন। তখন ওজন-প্রেসার ঠিক রাখা, বেশি করে পানি খাওয়া, পরিমিত ঘুমানো, ইতিবাচক চিন্তা করা, হাঁটা ইত্যাদি পরামর্শ যথাযথভাবে মেনে চলেছেন। শামিমা একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তির এই সময়ে মানসিক সন্তুষ্টিই ছিল বড় শক্তি।'

গর্ভবতীর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যশোর মেডিকেলের প্রসূতি ও গাইনি রোগ বিশেষজ্ঞ নিকুঞ্জ বিহারী গোলদার বলেন, 'গর্ভাবস্থায় নারীর সুস্থতা ও সঠিক পরিচর্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের সুস্থতার ওপরই নির্ভর করে সন্তানের সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ। আর সুস্থতার অর্থ শুধু শারীরিক নয়। মানসিক ও শারীরিক— দুটিই নিশ্চিত না হলে মা কখনো পরিপূর্ণ সুস্থ হয় না।' তিনি আরও বলেন, 'অনেকে মনে করেন, সন্তান প্রসবের পর মায়ের আর কোনো যত্নের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এ সময় আরও বেশি যত্ন প্রয়োজন।'

যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ চিকিৎসা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার আমিনুর রহমান বলেন, 'গর্ভবতী মায়ের যে মানসিক চিকিৎসা বা কাউন্সিলিং দরকার হতে পারে এ বিষয়টি কেউ আমলে নেন না। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে সবাই গাইনি ডাক্তারের কাছে যান। কিন্তু গর্ভবতী মায়ের যে মানসিক সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে কেউ ভাবেন না। অথচ এ বিষয়ে খোঁজ নেয়া খুব জরুরি। কারণ, মায়ের মানসিক অবস্থার প্রভাব তার বাচ্চার ওপর পড়ে। তাই শারীরিক যত্নের পাশাপাশি গর্ভবতীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হয়।'

গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা সম্পর্কে যশোরের সিভিল সার্জন ডাক্তার দীলিপ কুমার রায় বলেন, 'আমাদের দেশে নারীরা অনেক সমস্যার মুখোমুখি হন। এ সমস্যার অন্যতম কারণ গর্ভকালীন সঠিক পরিচর্যার অভাব। এর মধ্যে অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত।' তিনি জানান, দেশে গর্ভবতী নারীর জন্য সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। সেখানে একজন করে ডাক্তার থাকেন।

ডাক্তার দীলিপ কুমার বলেন, 'দেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা সরকার নিশ্চিত করছে। তবে মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি পরিবারকেই গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। এ বিষয়ে ডাক্তাররা পরামর্শ দিতে পারেন মাত্র, যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে গর্ভবতী মায়ের পরিবার ও স্বজনদেরই।'

মায়ের সুস্থতার ওপর নির্ভর করে সন্তানের সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ

ছবি: ইউএনএফপিএ

নারীর ওপর সহিংসতা ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১০ অক্টোবর ২০২০ রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিভিন্ন সংগঠন –নিউজ নেটওয়ার্ক

ঢাকার বাইরে সাংবাদিকতায় বিমুখ নারীরা

জান্নাতুন আক্তার ◆ ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

রাজধানীর বাইরে রংপুর বিভাগসহ মফস্বল শহরগুলোতে সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে না। স্বল্প বেতন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রের অভাব ও পরিবারের চাপসহ নানা কারণে সাংবাদিকতায় বিমুখ নারীরা।

রংপুর বিভাগে কতজন পুরুষ ও কতজন নারী সাংবাদিকতায় রয়েছেন তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায়, এ বিভাগে ৫শ' থেকে ৬শ' সাংবাদিক রয়েছেন; তার মধ্যে নারী মাত্র ১৯ থেকে ২০ জন। এর মধ্যে, রংপুরে ৭ জন, দিনাজপুরে ৪ জন, লালমনিরহাটে ১ জন, ঠাকুরগাঁওয়ে ২ জন, গাইবান্ধায় ২ জন, কুড়িগ্রামে ১ জন ও নীলফামারীতে ২ জন নারী সাংবাদিক রয়েছেন।

কুড়িগ্রামে মানবকণ্ঠের প্রতিনিধি লাইলী বেগম বলেন, 'নারী সাংবাদিককে দু'ধরনের যুদ্ধ করতে হয়। তাকে প্রমাণ করতে হয় যে, তিনি যোগ্য। পাশাপাশি পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এর বাইরে সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টি তো আছেই।'

কর্মস্থলে নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিষয়ে তিনি বলেন, 'দৃশ্যত বৈষম্য নেই। তবে তা অনেকটা নির্ভর করে যিনি সুপারভাইজ করেন, তার মানসিকতার ওপর।'

রংপুরে চ্যানেল আইয়ের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন মেরিনা লাভলী। তিনি মনে করেন, ঢাকার বাইরে নারীদের সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা না থাকার কারণে এই পেশাকে কোনো নারী বেছে নিতে চান না। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের

'শুধু সাংবাদিকতায় নয়, যে কোনো পেশায় নারীকে পরিবার ও সমাজ থেকে একটা প্রতিকূল পরিস্থিতি পার হয়ে আসতে হয়। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সমাজে সাংবাদিকতাকে এখনো পেশা বলে মনে করা হয় না। এটিও একটি প্রতিবন্ধকতা'

শিক্ষার্থী শারমিন আক্তার মনে করেন, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এখনো মেয়েদের পক্ষে নয়। তাই স্বাধীনভাবে কাজ করা অনেক নারীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া, সাংবাদিকতা পেশায় টিকে থাকার জন্য পরিবারের সমর্থন একটা বড় ব্যাপার। সাংবাদিকতা যেহেতু ২৪ ঘণ্টার কাজ, তাই সবাই এটাকে পেশা হিসেবে ভাবতে পারেন না।

সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা আসলে কী কী— এ বিষয়ে দৈনিক যুগান্তরের রংপুর ব্যুরো চিফ এবং রংপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের প্রতিদিন পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক মাহবুব রহমান বলেন, 'শুধু সাংবাদিকতায় নয়, যে কোনো পেশায় নারীকে পরিবার ও সমাজ থেকে একটা প্রতিকূল পরিস্থিতি পার হয়ে আসতে হয়। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সমাজে সাংবাদিকতাকে এখনো পেশা বলে মনে করা হয় না। এটিও একটি প্রতিবন্ধকতা।'

কী করলে মেয়েদের এই পেশায় অংশগ্রহণ বাড়বে— এ বিষয়ে মাছরাঙা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার ও রংপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রফিক সরকার বলেন, বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, চাকরির নিরাপত্তা বাড়াতে হবে, সেই সঙ্গে নারী সাংবাদিকদের প্রতি পুরুষ তথা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামও মনে করেন, ঝুঁকি ও বেতনের অনিশ্চয়তার কারণে সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেও অনেক মেয়ে এ পেশায় আগ্রহী হন না। তিনি বলেন, 'এ অবস্থা দূর করতে হলে সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন ও চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্র হিসেবে যদি আমরা এগুলো করতে পারি তাহলে সাংবাদিকতা পেশায় পুরুষের পাশাপাশি নিশ্চয়ই নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে।'

সাঁওতাল নারীর সংগ্রামী জীবন

মোছা. রুমানা বেগম ◆ ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

এক শব্দের নাম ‘বান্দি’। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সদস্য। বয়স আশির কাছাকাছি। অভাব আর অসহায়ত্ব আঁকড়ে ধরেছে তাকে। ছেলে-মেয়ে থাকা সত্ত্বেও কেনো ‘সম্বল’ নেই। সারা দিন ক্ষেতখামারে কাজ করেন। কখনও কাজ করেন মানুষের বাসায়।

দিনাজপুরের বীরগঞ্জের খামার খড়িকাদাম গ্রামের সাঁওতাল নারীরা। সংগ্রামী জীবন তাদের ছবি : দীনেশ মুরমু

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অভাবও বেড়েছে। বান্দি বলেন, ‘আমার সবকিছু থেকেও কিছুই নেই। কার কাছে সাহায্য চাব? বয়স হওয়ার কারণে কেউ কাজ দিতে চায় না। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে।’

বান্দির মতোই সংগ্রামী জীবন আরেক সাঁওতাল নারী রিতার। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে যান মাঠে, কাজ করতে। স্বামী থাকার পরও তাকে প্রতিদিন মাঠে কাজ করতে হয়। কাজ না করলে সংসার চলে না।

বান্দি ও রিতার মতো রংপুরের মিঠাপুকুর হাজিরহাট সাঁওতাল পল্লীর বহু নারীর জীবন কাটে অভাব, অনটন আর কষ্টে। সাঁওতাল নারীরা জানান, তাদের সমাজে নারীরা নানা বঞ্চনার শিকার। সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই। কেবল পরিবারে ছেলে না থাকলে ওই পরিবারে মেয়েরা বাবা-মার সম্পত্তির ভাগ পান।

‘বলতে পারেন সাঁওতাল নারীরা অনেক স্বাধীন; কিন্তু আসলে আমরা পরিস্থিতির শিকার। আমাদের জমিজমা নেই, ধন সম্পদ নেই’— বলেন রিতা। তিনি মনে করেন, সাঁওতাল পুরুষরা অলস। সংসারের দায় নারীদের ওপর দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে থাকেন। আর সন্তানদের মুখে খাবার দিতে নারীরা বেরিয়ে পড়েন কাজের সন্ধানে।

রংপুর বিভাগীয় গীতাঞ্জলি সামাজিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা বেগম মনো বলেন, ‘সব সম্প্রদায়ের নারীই সমাজে বঞ্চিত। তবে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নারীদের বঞ্চনা বেশি। তারা শ্রম দেন কিন্তু তার যথাযথ মূল্য পান না।’ তিনি বলেন, ‘সাঁওতাল নারীদের সচেতন হতে হবে। তারা সচেতন হলে সমস্যা অনেকাংশে কেটে যাবে।’

সরকার নারীর উন্নয়নে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে কোনো সম্প্রদায়ের নারীই অবহেলিত থাকবে না বলে জানান রংপুর জেলা পরিষদের সদস্য সেলিনা তালুকদার। তিনি বলেন, ‘আমাদের বৃহত্তর সমাজে নারীর যে চিত্র আমরা পাই, আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও একইরকম বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। তবে সেই বঞ্চনা দিন দিন কেটে যাচ্ছে।’

আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুগেশ ত্রিপুরা। তিনি মনে করেন, সাঁওতাল নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে আগের চেয়ে এখন বেশি সচেতন। তবে তাদের কষ্ট লাঘব করতে হলে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন ভূইয়া বলেন, সরকার সব সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। সাঁওতাল নারীরা যাতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন বলে জানান তিনি।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কুড়িগ্রাম ও সাতক্ষীরা

কুড়িগ্রামে নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার রক্ষাকারীদের জন্য অ্যাডভোকেসি, লবিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এক অংশগ্রহণকারী (বাঁয়ে)। ২৫ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০২০ ওই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। একই বিষয়ে ৭-১৫ ও ১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০২০ পৃথক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সাতক্ষীরায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে কর্মশালাগুলোর আয়োজন করে নিউজ নেটওয়ার্ক –নিউজ নেটওয়ার্ক

লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার রক্ষাকারীদের জন্য অ্যাডভোকেসি, লবিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন বিষয়ে ২০২০ সালের ৮-১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন মোট ১১৬ জন –নিউজ নেটওয়ার্ক

> সব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে বেরিয়ে আসার অনুপ্রেরণা হলো সাহস। আত্মবিশ্বাস থাকলেই নারীরা জয়ীতা হতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা ভালো কাজ করতে গেলে তাকে নানাভাবে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়! এটি বাস্তবতা

নারীর ওপর সহিংসতা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ৮ অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় মশাল মিছিল –নিউজ নেটওয়ার্ক

বৃত্তের বাইরে নারীর আত্মপ্রত্যয়ী পথচলা

নাজমীন নাহার ◆ ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসছেন নারী। তারা ঘর সামলে বাইরেও যোগ্যতার প্রমাণ রাখছেন। আত্মপ্রত্যয়ী নারীদের দেখানো পথেই দূর হচ্ছে কুসংস্কার। যশোর শহরে নারীরা স্কুটি চালাবেন— এক সময় এটা ছিল অকল্পনীয়! সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়েছেন নারী। প্রতিদিন তারা স্কুটি চালিয়ে ছুটছেন গন্তব্যে। তাদের দেখানো পথে আরও অনেকে আসছেন। বৃত্তের বাইরে নারীর আত্মপ্রত্যয়ী পথচলা এখন অনেকের অনুপ্রেরণা।

'জয়ী হতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নিজেকে তৈরি করা। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস আর অনুপ্রেরণা একজন দুর্বল মানুষকেও সাহসী করতে পারে'— বলছিলেন যশোর শহরের শঙ্করপুর এলাকার ফিরোজা খাতুন। সাহসিকতা আর মনের জোরে দীর্ঘ ১৭ বছর শহরের রাস্তায় স্কুটি চালাচ্ছেন তিনি। ৪৮ বছরের ফিরোজা বলেন, 'পারিবারিক শাসন আর সমাজের কুসংস্কার আমাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। মনে একটাই ভরসা ছিল আমরাও পারি। সব সময় ভাবতাম, কেন বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকব, কেন বাইরে যেতে পারব না?' ফিরোজা প্রথম যেদিন স্কুটি চালাতে শুরু করেন, সেদিন পাশে ছিলেন তার স্বামী। একদিন স্কুটি চালাতে গিয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। 'স্বামী সেদিন হাত ধরে বলেন, তোমাকে পারতে হবে। সেই থেকে ছুটে চলেছি রাস্তায়'— বলেন ফিরোজা খাতুন।

যশোর ষষ্টিতলার মেয়ে বর্ণালী সরকার। শহরের মেয়ে হলেও অলিগলি ছিল তার অচেনা। ছোটবেলা থেকে সাইকেল চালাতে পারদর্শী হলেও কখনো ভাবেননি শহরের পথে স্কুটি চালাবেন। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে চাকরি জীবনে ছুটে চলতে হয়েছে এই সংগ্রামী নারীকে। ২০১৭ সালে স্বামী তুষার কান্তির মৃত্যুর পর এক মেয়েকে নিয়ে চলছে তার জীবন। তিনি বলেন, 'নারী হয়ে আমার স্কুটি চালানো প্রথম দিকে কেউ ভালো চোখে দেখেনি। অনেক খারাপ মন্তব্য শুনতে হয়েছে। কিন্তু সেই সব কথা শুনে থেমে থাকিনি। মেয়েকে যখন স্কুলে পৌঁছে দিতাম, তখন অন্য মায়েদের নজর থাকত আমার দিকে। অনেক বাচ্চা বলে বসতো— আম্মু তুমিও আন্টির মতো গাড়ি চালিয়ে আমাদের স্কুলে আনতে পারো না কেন? এই ভালো লাগার বিষয়টা আমাকে অনেক বেশি উৎসাহ দিয়েছে।'

যশোর শহরে শুধু ফিরোজা খাতুন ও বর্ণালী সরকার নন, আরও অনেক নারী দৃঢ়তার সঙ্গে স্কুটি চালিয়ে যাতায়াত করছেন। সব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে চলছে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। নির্বিঘ্নে ছুটে চলার আনন্দ উপভোগ করছেন তারা।

যশোর জেলায় ঠিক কতজন নারী স্কুটি চালান তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে স্কুটি বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, দিন দিন এর বিক্রি বাড়ছে, যার ক্রেতা মূলত নারী। যশোর শহরের রেল রোড টিভিএস ট্রেডিং অটো শোরুমের ম্যানেজার মাসুদ খান বলেন, 'নারীরা আর পিছিয়ে নেই। মাসে অন্তত ৫টি স্কুটি বিক্রি হচ্ছে। অনেক কর্মজীবী নারী কিস্তিতে স্কুটি কিনছেন।' সেক্ষেত্রে তিনি ৬ মাস মেয়াদি কিস্তি পরিশোধের সুবিধা দিচ্ছেন বলে জানান।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জয়তী সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক অর্চনা বিশ্বাস বলেন, 'সব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে বেরিয়ে আসার অনুপ্রেরণা হলো সাহস। আত্মবিশ্বাস থাকলেই নারীরা জয়ীতা হতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা ভালো কাজ করতে গেলে তাকে নানাভাবে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়! এটি বাস্তবতা।' অর্চনা জানান, তিনি অনেক মেয়েকে স্কুটি চালানোয় উৎসাহ দিয়েছেন। এখন তারা সফলতার সঙ্গে চলাচল করতে পারছেন। 'আমরা চাই, আরও অনেক মেয়ে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসুক, স্বপ্নপূরণে সাহসী হোক'– বলেন অর্চনা।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যশোর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য বলেন, 'নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা। উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশের নারীরাও সব কাজে এগিয়ে থাকুক।' তার মতে, স্কুটি চালানো নারীরা অনেকের জন্য প্রেরণা। তাই যেকোনো আইনি সহায়তার জন্য মহিলা পরিষদ তাদের পাশে রয়েছে।

মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান সময়ের দাবি

মো. আনিসুর রহিম

সিলেট ও নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে দুই নারীর ওপর বর্বরতা দেশবাসীকে মর্মাহত করেছে। বিক্ষুব্ধ মানুষ এর প্রতিবাদে মানববন্ধন, সমাবেশ, গণস্বাক্ষর অভিযান, লংমার্চসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। কোনো কোনো কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা সৃষ্টি করেছে। আবার পুলিশ বাহিনী নিজেই সারাদেশে একযোগে ৬ হাজার ৯১২ স্থানে ধর্ষণ ও নির্যাতনবিরোধী সমাবেশ করেছে।

দেশে নারী ও মেয়েদের ওপর অমানবিক আচরণ যেন ক্রমেই বাড়ছে। সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার তারা। করোনা-দুর্যোগের মধ্যেও এ ধরনের ঘটনা দেশবাসীকে প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। অথচ সাংবিধানিকভাবে সব নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ। মানবাধিকার কর্মী ও সচেতন নাগরিকরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার ও প্রতিরোধে এগিয়ে আসবেন— এটাই স্বাভাবিক।

বলার অবকাশ নেই, নারী নিপীড়নের ঘটনা দেশের জন্যই লজ্জার। যে কারণে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধন করে নারী নির্যাতন মামলায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড করেছে সরকার। এখন প্রয়োজন এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ।

সমীক্ষায় দেখা যায়, নারী নির্যাতনের ৭৭ শতাংশ ঘটনা ঘটে পরিবারের ভেতরে। এর মূল কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং নারীকে দুর্বল ও অসহায় মনে করার কারণে সমস্যার মূল উৎপাটন কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় গঠিত বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (বিএইচআরডিএফ) দেশের নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের পক্ষে গণমাধ্যমকর্মী, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতা, উন্নয়নকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে নিয়ে কাজ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে সাতক্ষীরার যেখানেই নারী ধর্ষণ বা নারীর প্রতি অমানবিক আচরণ হয়েছে, সেখানেই বিএইচআরডিএফের সাতক্ষীরা জেলা কমিটির নেতারা ছুটে গেছেন। তারা নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি দিয়েছেন আইনি সহায়তা। নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তারা নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন। এ অবস্থায় বিএইচআরডিএফ জেলা কমিটিগুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কমিটির স্থায়ী কার্যালয় হলে নির্যাতিত নারী ও মেয়েরা অভিযোগ প্রদান ও আশ্রয় গ্রহণের জায়গা খুঁজে পাবেন। তাই দেশে মানবাধিকার রক্ষাকারীদের পক্ষে বিএইচআরডিএফ জেলা কমিটির অফিস স্থাপন হলে তা হবে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, এটি সময়ের দাবিও বটে।

লেখক : সভাপতি, বিএইচআরডিএফ, সাতক্ষীরা

‘স্থিতিশীল সমাজ গঠনে শিক্ষিত করতে হবে মেয়েদের’

মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশকে নারীশিক্ষায় অগ্রগতির জন্য ‘মডেল’ হিসেবে দেখেন কেউ কেউ। বিশ্বব্যাংকের মতে, আশির দশক থেকে বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার বাড়ছে। ১৯৯৮ সালে এই হার ছিল ৩৯ শতাংশ; যা ২০১৭ সালে বেড়ে ৬৭ শতাংশ হয়। এই অগ্রগতির পেছনে কাজ করে প্রণোদনামূলক কিছু উদ্যোগ, যার মধ্যে অন্যতম হলো ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট (এফএসএসএপি)। নব্বইয়ের দশকে সীমিত পরিসরে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও পরে দেশব্যাপী তা সম্প্রসারিত হয়। এর মাধ্যমে মেয়েদের বৃত্তি ও টিউশন ফি দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাংক এরইমধ্যে বাংলাদেশের ২৩ লাখ দরিদ্র শিশুকে লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি দিয়েছে, যার ৫৫ শতাংশই মেয়ে। তবে মাধ্যমিক স্কুলে উপস্থিতি বাড়লেও লেখাপড়ায় অগ্রাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মেয়েরা এখনও পিছিয়ে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্টাটিসটিক্সের ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার ৪২ শতাংশ। আর মাত্র ১০ শতাংশ মেয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে। মাধ্যমিক শেষ করে ৫৯ শতাংশ মেয়ে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ব্লগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেখাপড়া থেকে মেয়েদের ছিটকে পড়ার পেছনে যেসব কারণ কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হলো, বাল্যবিয়ে, গৃহস্থালি কাজের দায়িত্ব, গর্ভধারণের উচ্চ হার, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্যের ঘাটতি, মানসিক সমস্যা ও স্কুলে সহিংসতার শিকার হওয়া।

জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ বলছে, মেয়ে শিশুদের লেখাপড়ায় বিনিয়োগ করলে তা সমাজ, দেশ তথা গোটা বিশ্ব বদলে দেবে। লেখাপড়া করলে মেয়েদের বাল্যবিয়ের ঝুঁকি কমে। তারা সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে ওঠে। বড় হয়ে তারা উপার্জন করতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতেও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। সর্বোপরি নিজের ও পরিবারের জন্য তারা সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারে। ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারীশিক্ষা যেমন দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি হ্রাস করে বৈষম্য। তাই স্থিতিশীল ও সহনশীল সমাজ গঠনে মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

ছবি : ইউনিসেফ

কর্মশালা

যশোরে নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার রক্ষাকারীদের জন্য অ্যাডভোকেসি, লবিং অ্যান্ড নেগোসিয়েশন বিষয়ে ২০২০ সালের ২-১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় চারটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেদক ও ধর্মীয় নেতা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে নিউজ নেটওয়ার্ক। কর্মশালায় মোট ১১৬ জন অংশ নেন –নিউজ নেটওয়ার্ক

পর্যবেক্ষণ প্রকাশনা

নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ

সম্পাদনা পরিষদ

মোশফেকা রাজ্জাক, হাবিবুর রহমান মিলন

রেজাউল করিম, সদরুল আলম দুলু

NEWS NETWORK

working for social change and empowering people

প্রকাশক: নিউজ নেটওয়ার্ক

সড়ক-২, বাড়ি-৮, ধানমন্ডি-১২০৫, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০২৫৫১৬৬২৩৯, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৫১৬৬২৩৮

ই-মেইল: info@newsnetwork-bd.org

www.newsnetwork-bd.org

facebook.com/newsnetworkbangladesh